দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বললেন ঃ স্কুলে আসা বন্ধ করবে না

সৈয়দ আবদাল আহমদ ঃ হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রী ঢুকে পড়লেন একটি প্রাইমারী স্কুলের ক্লাস রুমে। ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা তো হতবাক। কিছুক্ষণ তাদের মুখে কোন কথা নেই। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ছোট্টমণিরা তোমরা কেমন আছো? তোমাদের দেখতে এসেছি। দেখতে এসেছি তোমরা কেমন লেখাপড়া করছো?

এই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জের কেউটখালী সরকারী প্রাইমারী স্কুলে। ক্লাস রুমে ঢুকে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা আনন্দে ছিল অভিভূত। প্রধানমন্ত্রীও কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যান তাদের মাঝে।

প্রধানমন্ত্রী একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পড়তে পারো? শিশুটি উত্তর দেয়– 'পারি স্যার'। তিনি তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, কি পারো? শিশুটি বললো– 'অ, আ পড়তে পারি, লিখতেও পারি'। সোহেল নামের একটি শিশু প্রধানমন্ত্রীকে কবিতা মুখস্ত শোনালো। একটি শিশু শোনালো দুই –এর নামতা। প্রধানমন্ত্রী আরেকটি শিশুকে ডেকে বললেন, তুমি লিখতে পারো কি না দেখাওতো? শিশুটি চক হাতে নিয়ে ব্লাকবোর্ডে লিখলো– 'গাছপালা'। এরপর প্রধানমন্ত্রী একটি বাল্য শিক্ষার বই হাতে নিলেন এবং ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের পড়ালেন।

প্রধানমন্ত্রী শিশুদের বললেন, তোমরা নিয়মিত স্কুলে আসবে। লেখাপড়া করে তোমাদের অনেক বড় হতে হবে। কোনদিন স্কুলে আসা বন্ধ করবে না। এ সময় শিশুরা মাথা নেড়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ মেনে চলার কথা জানায়। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মাথায় ও কপালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। একটি শিশু এ সময় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিল একটি সাদা গোলাপ। শিশুটি জানায়, প্রধানমন্ত্রী এখানে আসবেন সে জানতো। তাই সে ফুলটি নিয়ে এসেছে তাঁকে দেয়ারজন্য।

কেউটখালী প্রাইমারী স্কুলের এক ক্ষুদে শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রীকে হাতের লেখা দেখাচ্ছে —দৈনিক বাংলা

মুন্সিগঞ্জের আড়িয়াল বিলে মাছের পোনা ছাড়ার জন্যে প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার সেখানে গিয়েছিলেন। কেউটখালী স্কুল প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী কেউটখালী স্কুলের ক্লাস রুমে ঢুকে পড়েন এবং ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ স্কুলের ১২২ জন ছাত্র–ছাত্রীর সবাই তখন উপস্থিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী স্কুলের তিনটি শ্রেণী কক্ষের তিনটিতেই যান এবং ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটান। এ সময় সমগ্র পরিবেশটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছেন। দেশে এখন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। দীর্ঘ ৭০ বছর আগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চিন্তা–ভাবনা হলেও এর আগে কোন সরকারের আমলে এ কর্মসূচী চালু হয়নি। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকারই এ কর্মসূচীটি চালু করেছেন। এর ফলে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা স্কুলগুলোতে বাড়ছে। স্কুলত্যাগীদের সংখ্যা কমছে। এ ছাড়া গরীব মা–বাবার ছেলে–মেয়েরাও এখন স্কুলে যাচ্ছে কারণ, বর্তমান সরকার 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' নামে একটি মহৎ কর্মসূচী চালু করেছে। শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ বেড়েছে, গতকাল কেউটখালী প্রাইমারী স্কুলেও তা লক্ষ্য করা যায়।